

46683 - তওবা কবুল হওয়া

প্রশ্ন

আমি একটি জঘন্য পাপ করছি। আমি আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করছি এবং দোয়া করছি তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন। সেই গুনাহ থেকে আমার তওবা কিকবুল হবে? বিশেষতঃ আমি অনুভব করছি যি, আমার তওবা কবুল হয়নি এবং তিনি আমার ওপর রাগান্বিত! তওবা কবুল হওয়ার কি বিশেষ কিছু ইঙ্গিত আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নাসিন্দহে ভুল ও কসুর মানুষের প্রকৃতিজাত। কোন মুকাল্লাফ (শরয়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত) ব্যক্তিই আনুগত্যের ক্ষেত্রে কসুর কিংবা ভুল ও গাফলতি, নতুবা ত্রুটি ও বিস্মৃতি, নচেৎ গুনাহ ও পাপ মুক্ত নয়। আমরা প্রত্যেকেই কসুরকারী ও গুনাহগার, ভুলকারী। কখনও কখনও আমরা আল্লাহর অভিমুখী হই; আবার কখনও কখনও পছিয়ে আসি। কখনও কখনও আল্লাহর নজরদারকি স্মরণে রাখি; আবার কখনও কখনও গাফলতি আমাদের উপর ভর করে বসে। আমরা গুনাহমুক্ত নই। আমাদের থেকে গুনাহ ঘটেই থাকে। যহেতু আমরা মাসুম বা নষিপাপ নই। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “আমি ঐ সত্যের শপথ করে বলছি যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ— যদি তোমরা গুনাহ না করত তবু আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে ধ্বংস করে এমন এক সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করতেন, যারা গুনাহ করে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করে।” [সহিহ মুসলিম (২৭৪৯)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন: “প্রত্যেকে বনী আদম গুনাহগার। আর গুনাহকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে— তওবাকারীগণ।” [সুনানে তিরমিযী (২৪৯৯), আলবানী হাদিসটিকে ‘হাসান’ বলছেন]

দুর্বল মানবের প্রতি আল্লাহর দয়া হচ্ছে— তিনি তার জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছেন এবং তাকে নরিদশে দিয়েছেন তাঁর দিকে ফিরে আসার ও তাঁর অভিমুখী হওয়ার; যখনই পাপ তাকে পরাভূত করে কিংবা গুনাহ তাকে দুষ্টি করে। যদি এমনটি না হত তাহলে মানুষ কঠিন সংকটে পড়ে যেত, স্বীয় প্রতাপিলকরে নকৈট্য হাছলি তার হিম্মত হ্রাস পতে এবং আপন প্রভুর ক্ষমা পাওয়ার আশা ছিন্ন হত। তাই তওবা হচ্ছে—মানুষের ঘাটতি ও কসুরের অনবির্য দাবী।

আল্লাহ তাআলা এ উম্মতের সব শ্রণীর মানুষের ওপর তওবা করা ওয়াজবি করে দিয়েছেন; যারা নকে কাজে অগ্রণী, যারা পরমিতি নকে আমলকারী এবং যারা পাপকাজের মাধ্যমে নজিদের ওপর জুলুমকারী সবার ওপর।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতো তোমরা সফল হও।”[সূরা নূর, ২৪:৩১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা কর।”[সূরা আত্‌তাহরীম, ৬৬:৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ওহে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তওবা ও ইস্তিগফার কর। নশ্চয় আমি দিনে একশবার তওবা করি।”[সহিহ মুসলিম-এ (২৭০২) আল-আগারর আল-মুযানি (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত]

আল্লাহ তাআলার রহমত অব্যাহত, বান্দার প্রতি তাঁর দয়া সর্বব্যাপী। তিনি সহিষ্ণু; তাৎক্ষণিকভাবে আমাদেরকে পাকড়াও করেন না, শাস্ত দিনে না, কথিবা ধ্বংস করে দেন না। বরং আমাদেরকে সময় দেন। তিনি তাঁর নবীকে নির্দেশে দিয়েছেন যাতো করে তিনি তাঁর মহানুভবতার ঘোষণা দেন: “বলে দিনি, ‘হে আমার বান্দারা, যারা নজিদেরে ওপর বাড়াবাড়ি করছে! আল্লাহর রহমত থেকে নরাশ হয়ো না। আল্লাহ তো সব গুনাহ মাফ করে দেন। নশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।”[সূরা যুমার, ৩৯:৫৩]

বান্দার প্রতি ক্রোমল হয়ে তিনি বলেন: “তবে কিতারা আল্লাহর কাছে তওবা করবে না (ফরিে আসবে না), তাঁর কাছে ইস্তিগফার করবে না (ক্ষমাপ্রার্থনা করবে না)?! আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা মায়িদা, ৫:৭৪]

তিনি আরও বলেন: “আর যো তওবা করে, ঈমান রাখে, সংকাজ করে এবং সঠিক পথে অবচিল থাকে তার প্রতি আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল।”[সূরা ত্বহা, ২০:৮২]

তিনি আরও বলেন: “এবং আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করে ফলেলে কথিবা নজিদেরে প্রতি জুলুম করে ফলেলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নজিদেরে পাপেরে জন্য ইস্তিগফার করে (ক্ষমা চায়)। আল্লাহ ছাড়া পাপ ক্ষমা করবে কে? আর তারা জনেশুনে নজিদেরে কৃতকর্মেরে ওপর জদি ধরে থাকে না।”[সূরা আল ইমরান, ৩:১৩৫]

তিনি আরও বলেন: “যে লোক কোন খারাপ কাজ করে কথিবা নজিরে প্রতি জুলুম করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে।”[সূরা নসিা, ৪:১১০]

আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে জঘন্য অংশীদার স্থাপনকারী ও গুনাহকারীদেরকেও তওবা করার আহ্বান জানিয়েছেন। যারা বলছেন: ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র। (অন্যায়কারীরা যা বলে আল্লাহ তাআলা তা থেকে বহু উর্ধ্বে।) আল্লাহ তাআলা তাদের প্রসঙ্গে বলেন: “তবে কিতারা আল্লাহর কাছে তওবা করবে না (ফরিে আসবে না), তাঁর কাছে ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করবে না?! আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা মায়িদা, ৫:৭৪]

তিনি মুনাফকদেরে জন্যেও তওবার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন; যারা প্রকাশ্য কাফরেরে চয়েও নকিষ্ট কাফরে। তাদের

ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুনাফকিদরে জায়গা হবে জাহান্নামের সর্বনম্বিন স্তরে। আর আপনিতাদেরে জন্য কোন সাহায্যকারী পাবনে না; সেই সব লোক ব্যতীত যারা তওবা করে, নজিদেরে অবস্থা সংশোধন করে, আল্লাহকে (আল্লাহর বখানকে) আঁকড়ে ধরে এবং নজিদেরে ধার্মকিতাকে কেবেল আল্লাহর জন্য একনষিঠ করে; এমন লোকেরো মুমনিদেরে সাথে থাকবে। অচরিহে আল্লাহ মুমনিদেরকে এক মহান প্রতদিন দবেনে।”[সূরা নসিা, ৪:১৪৫-১৪৬]

প্রতপালকরে বশেষিট্য হচ্ছ তনি তওবা কবুল করনে এবং তাঁর মহানুভবতা ও অনুগ্রহরে কারণে তনি এতে খুশি হন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তনিহি তাঁর বান্দাদেরে তওবা কবুল করনে এবং তাদেরে পাপসমূহ কষমা করনে। আর তমেরা যা কছু কর তনি তা জাননে।”[সূরা শুরা, ৪২:২৫]

তনি আরও বলেন: “তারা কিজানে না য়ে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরে তওবা কবুল করনে ও (তাদেরে) দান-সদকা গ্রহণ করনে এবং কেবেল আল্লাহই কষমাশীল ও পরম দয়ালু।”[সূরা তওবা, ৯:১০৪]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে খাদমে হাময়ার পতি আনাস বনি মালকে আল-আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি বলেন, রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তমোদেরে কটে মরুভূমতি হারযি য়াওয়া উট খুঁজে পয়ে যতটা খুশি হয়, নশিচয় আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবাতে এর চয়েও বেশি খুশি হন।”[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

সহি মুসলমিরে অপর এক বর্ণনায় এসছে: “নশিচয় বান্দার তওবাতে আল্লাহ তমোদেরে ঐ ব্যক্তরি চয়ে অধিক আনন্দতি হন, য়ে ব্যক্তি বজিন মরুর প্রান্তরে উট হারযি ফলেছে। য়ে উটরে পঠি তার খাদ্যপানীয় ছিল। উট হারানোর কারণে হতাশ হয়ে গাছরে ছায়ায় এসে শূয়ে পড়ল। এমন পরসিথতিতে সে হঠাৎ দেখতে পলে তার উট তার পাশই দাঁড়যি আছে। তখন সে উটরে লাগাম ধরে আনন্দে উদ্বলেতি হয়ে বলতে লাগল ‘হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা আমি তমোর প্রভু!’ অতি আনন্দরে কারণে সে এভাবে ভুল কথা বলে ফলেল।”[সহি মুসলমি (২৭৪৭)]

মুসার পতি আব্দুল্লাহ বনি কায়সে আল-আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তনি বলেন: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা রাতরে বলোয় তাঁর হাত প্রসারতি করনে দিনরে বলোয় পাপকারীর তওবা কবুল করার জন্য এবং তনি দিনরে বলোয় তাঁর হাত প্রসারতি করনে রাতরে বলোয় পাপকারীর তওবা কবুল করার জন্য।”[সহি মুসলমি (২৭৫৯)]

আব্দুর রহমানের পতি আব্দুল্লাহ বনি উমর বনি আল-খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণতি তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে য়ে, তনি বলেন: “নশিচয় আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তওবা কবুল করনে যতক্ষণ পর্যন্ত না গড়গড় শব্দ (মৃত্যুর যন্ত্রণা) শুরু হয়।”[সুনানে তরিমযি (৩৫৩৭)]

দুই:

তওবার বরকত নগদ ও আসন্ন এবং দৃশ্যমান ও গোপন। তওবার সওয়াব হচ্ছে—অন্তরগুলোর পবিত্রতা, পাপসমূহের মোচন ও নকীর বৃদ্ধি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা কর। (তাহলে) হয়তো তোমাদের প্রভু তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে জান্নাতের স্থান দবেন, যার তলদশে দিয়ে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ সতেনি নবী ও তার সঙ্গী মুমিনদেরকে লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের আলো তাদের সামনে ও ডানে ধাবিত হবে। তারা বলবে: ‘হে আমাদের প্রভু! আমাদের আলো পূর্ণ করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নশ্চয় আপনি সবকিছু করতে সক্ষম।’”[সূরা তাহরীম, ৬৬:৮]

তওবার সওয়াব হচ্ছে— ভাল জীবন; যে জীবন হবে ঈমান, অল্পতুষ্টি, সন্তুষ্টি, আত্মপ্রশান্তি, নশ্চিন্ততা ও নশ্চিলুপ হৃদয়ের ছায়ায় ধন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ইস্তিগফার কর (ক্ষমা চাও) ও তওবা কর (তাঁর দিকে ফিরে এসো)। তাহলে তিনি তোমাদেরকে এক নরিদ্ষিট সময় পর্যন্ত সুন্দরভাবে (জীবনের সুখ) ভোগ করতে দবেন এবং প্রত্যেকে মর্যাদাবানকে তার (যথার্থ) মর্যাদা দবেন।”[সূরা হুদ, ১১:৩]

তওবার সওয়াব হচ্ছে— আসমান থেকে অবতীর্ণ বরকত, জমনি দৃশ্যমান বরকত, সন্তান-সন্ততির বৃদ্ধি, উৎপাদনে বরকত, শরীরের রোগমুক্তি, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষা ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা হুদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন: “আর হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে ইস্তিগফার কর (ক্ষমা চাও), তারপর তওবা কর (তাঁর দিকে ফিরে আস); তাহলে তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর বারধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরো শক্তি বাড়িয়ে দবেন। অতএব তোমরা অপরাধী হয়ে মুখ ফরিয়ে নও না।”[সূরা হুদ, ১১:৫২]

তিনি:

যে কটে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। তওবাকারীদের কাফলো চলমান থাকবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ঘটার পূর্ব পর্যন্ত এ কাফলো থামবে না।

কটে তওবা করে ডাকাতি থেকে, কটে তওবা করে যটোঙগরে পাপ থেকে, কটে তওবা করে মদ্যপান থেকে, কটে তওবা করে মাদকদ্রব্য থেকে, কটে তওবা করে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে, কটে তওবা করে নামায না-পড়া থেকে কথিবা জামাতে হাজরি অলসতা করা থেকে, কটে তওবা করে পতিমাতার অবাধ্যতা থেকে, কটে তওবা করে সুদ-ঘুষ থেকে, কটে তওবা করে চুরি থেকে, কটে তওবা করে মানুষ হত্যা করা থেকে, কটে তওবা করে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে, কটে তওবা করে সগিরাটে খাওয়া থেকে। প্রত্যেকে পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তওবাকারীকে স্বাগতম। খাঁটি তওবার মাধ্যমে সে যেনে নবজাতক শিশুর মত হয়ে গলে।

সান্নদের পতি সাদ বনি মালকি বনি সনিান আল-খুদরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে এমন এক লোক ছিল যে নরিনব্বইজন মানুষকে হত্যা করেছে। সে ঐ

সময়কার সবচেয়ে জ্ঞেয়গণবান ব্যক্তির অনুসন্ধান করল। তাকে একজন ধর্মযাজককে দেখিয়ে দায়ো হল। সে ধর্মযাজককে কাছে এসে বলল: আমি নিরীহববই জন মানুষকে হত্যা করছে; আমার জন্য কী তওবার সুযোগ আছে? ধর্মযাজক বলল: না। তখন সে উক্ত ধর্মযাজককে হত্যা করে একশজন পূরণ করল। এরপর সে সবচেয়ে জ্ঞেয়গণী ব্যক্তিকে আছে তার সন্ধান করল? তখন তাকে একজন ধর্মীয় পণ্ডিতকে দেখিয়ে দায়ো হল। সে (পণ্ডিতকে) বলল যে, সে একশজন মানুষকে হত্যা করেছে; তার জন্য কী তওবা করার সুযোগ আছে? তিনি বললেন: হ্যাঁ। তার তওবা কবুলের পথে কী প্রতিনিধক হতে পারে? তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত আছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হও এবং কখনও তোমার নিজ দেশে ফিরে যাবে না। কনেনা, সেটো খুব খারাপ জায়গা। লোকটিনির্দেশিত স্থানরে দকি রেওয়ানা হয়ে গেলে। অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যুর সময় হয়ে গেলে। তখন তাকে নিয়ে রহমতের ফরেশেতা ও আযাবের ফরেশেতাদের মধ্যে বতিরক দেখা দিল। রহমতের ফরেশেতারা বলল: লোকটি তওবা করে অন্তর থেকে আল্লাহর দকি ফিরে এসেছে। আর আযাবের ফরেশেতারা বলল: লোকটিকখনো কোন পুণ্যের কাজ করেনি। এ সময় একজন ফরেশেতা মানুষের বেশে হাজির হল। তারা এ ব্যক্তিকে তাদের মাঝে বচিরক হিসেবে মনে নলি। তিনি বললেন: তোমরা উভয় দকিরে জায়গা মপে দেখে। যে দকিরে ভূমিকম হব এ লোক তার ভাগরে হিসেবে গণ্য হব। তখন তারা জায়গা মপে দেখেল যে, ঐ ব্যক্তিতে স্থানরে উদ্দেশ্যে বরে হয়েছিল সে স্থানরে কাছাকাছি। ফলে রহমতের ফরেশেতারা লোকটির প্রাণ কড়ে নলি।”[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

সহি মুসলমিরে এক বর্ণনায় (২৭১৬) এসেছে যে, “ঐ ব্যক্তি নকেকারদের গ্রামরে দকি এক বগিত এগিয়ে ছিল। ফলে তাকে নকেকার গ্রামরে অধবাসী হিসেবে গণ্য করা হয়”।

সহি বুখারীর অপর এক বর্ণনায় (৩৪৭০) এসেছে যে: “আল্লাহ তাআলা এ ভাগরে ভূমির কাছে প্রত্যাদশে করলনে যে, তুমি নকিটবর্তী হয়ে যাও এবং ঐ ভাগরে ভূমির কাছে প্রত্যাদশে করলনে যে, তুমি দূরে যাও। লোকটি বলল: তোমরা এ দুই ভূমির মধ্যবর্তী জায়গা মপে দেখে। মপে পাওয়া গেলে যে, নকেকারদের গ্রামরে দকি এক বগিত কাছে। তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হল।

সহি মুসলমিরে অপর এক বর্ণনায় (২৭৬৬) এসেছে যে, “ঐ ব্যক্তি তার বুক দিয়ে ঐ স্থানরে দকি আগাচ্ছিল”।

তওবা শব্দের অর্থ হচ্ছে—আল্লাহর দকি ফিরে আসা, গুনাহ ত্যাগ করা, গুনাহকে অপছন্দ করা, নকে কাজে কসুর হওয়ার জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ইমাম নববী (রহঃ) বললেন: “আলমেগণ বলনে, প্রত্যকে গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজবি। যদি গুনাহটি বান্দার মাঝে ও আল্লাহর মাঝে হয়ে থাকে; কোন মানুষের হক্বরে সাথে সম্পৃক্ত না হয় তাহলে সে তওবার জন্য শর্ত তনিটি: ১। গুনাহ ত্যাগ করা। ২। কৃত কর্মরে জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ৩। সে গুনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেওয়া। যদি এ তনিটি শর্তরে কোন একটিনা পাওয়া যায় তাহলে সে তওবা শুদ্ধ হব না।

আর যদি গুনাহটি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয় তাহলে সে তওবার জন্য শর্ত চারটি: উল্লেখিত তিনটি এবং হক্‌দারের হক্‌ থেকে নিজেকে মুক্ত করা; যদি সম্পদ বা এ জাতীয় কিছু হয় তাহলে সেটো মালিককে ফরিয়াদে দেওয়া। আর যদি অপবাদ এবং এ ধরণের কিছু হয় তাহলে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিজেকে তার কাছ থেকে পশে করা কঠিন কষ্ট চায়ে নেয়া। আর যদি গীবত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চায়ে নেওয়া। সকল গুনাহ থেকে তওবা করা ওয়াজবি। যদি কিউে কিছু গুনাহ থেকে তওবা করে তাহলে মুহাক্ককি আলমেদরে মতে সে যে গুনাহ থেকে তওবা করেছে সে গুনাহ থেকে তার তওবা শুদ্ধ হবে এবং অন্যান্য গুনাহ থেকে তওবা করা বাকী থাকবে।”[সমাপ্ত]

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যদি কোন তওবাকারীর ক্ষেত্রে এ শর্তগুলো পূর্ণ হয় তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তার তওবা কবুল হওয়ার উপযোগী। এরপরে তওবা কবুল হয়নি এমন ওয়াসওয়াসা বা খুতখুত রাখা উচিত হবে না। কেননা এটি শয়তানের পক্ষ থেকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যভাবে উল্লেখ করেছেন যে, একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত তওবাকারীর তওবা কবুল হয়— এ ধরণের খুতখুত এর বিপরীত।

গুরুত্বপূর্ণ বধিায় এ প্রশ্নোত্তরগুলোও পড়া যতে পারে: 624 নং।